প্রধান অতিথির বক্তব্য

নিউ ইয়র্ক
২২ জুন ২০১১

প্রিয় আলি জাকের, প্রিয় নাজনীন কবিতা,
মোদের পাঠশালা, ফিলাডেলফিয়া।

আপনাদের আন্তরিক চিঠি পেলাম। "মোদের পাঠশালা"র কর্মযোগ দেখে, আর শুনে আমি তো বিহ্বল হয়ে পড়েছি। এর আগে অবশ্য ইবরুল চৌধুরীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছিল। তখনই কিছুটা আঁচ করেছিলাম আপনারা সম্মিলিতভাবে একটা মহৎ কাজ করছেন। আপনাদের উদ্যোগ আর ইচ্ছাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। মংগল হোক সকলের।

আপনার আমার বাংলাদেশ সত্যি মনোরম দেশ। বাঙালি বড় স্নেহময় আবেগপ্রবণ জাতি। তাই বলে বাঙালি কর্মবিমুখ জনস্রোত নয়। বাংলার কৃষক শ্রমিক যে কঠোর শ্রম দিয়ে জীবন নির্বাহ করে, তার তুল্য জনপদ পৃথিবীতে কম আছে।

জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য সুখ আর নিরাপত্তার জন্য বাঙালি এখন দুনিয়ার সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। নতুন আবাসনে এলে জীবন সংকট, অর্থ সংকট, সর্বোপরি ভাষা সংকট নিদারুণ হয়ে ওঠে। এ সংকট মোকাবেলার জন্য প্রবাসী বাঙালির নব প্রজন্মকে আপনারা সর্বতোভাবে গড়ে তুলছেন। তাদের ভবিষ্যতকে নিরাপদ করার কাজে সবরকম প্রতিকূলকে দূর করছেন। এ কাজটি যেমনি কঠিন, তেমনি দায়িত্ব সম্পন্ন। জয় হোক আপনাদের।

আপনাদের আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম। যদি অন্য কিছু না ঘটে, অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে একটা দিন কাটাব। আপনাদের পাঠশালার ছাত্র হয়ে আমার দিনটি আনন্দে মুখরিত হবে। এ ব্যাপারে আমার পত্নী অধিক আগ্রহী। কেননা তিনি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষিকা।

একটি কথা নির্দ্বিধায় বলে রাখি, আমরা কিন্তু সহজভোজী, সাধারণ মানুষ। সামান্যতে খুশি হওয়া আমাদের অভ্যেস।

ভালো থাকুন, কল্যাণ হোক আপনাদের।

প্রীতিসিক্ত
মমতাজউদ্দীন আহমদ
Minister (Cultural), Bangladesh Permanent Mission to the United Nations